রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ ভাদ্র, ১৪২১/১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ ভাদ্র, ১৪২১ মোতাবেক ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৪ সনের ০৯ নং আইন

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৬) "পার্ক" অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক হাই-টেক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত স্থান অথবা সরকার কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হাই-টেক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত স্থান; এবং সরকার কর্তৃক

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

ঘোষিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, টেকনোলজি পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, বায়ো-টেক পার্ক, রিনিউএবল এনার্জি পার্ক, গ্রীন টেকনোলজি পার্ক, হার্ডওয়্যার পার্ক ও সায়েন্স পার্কও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(খ) উপ-ধারা (১০) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১০ক) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ হাই-টেক পার্ক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক;";

(গ) উপ-ধারা (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১২) "হাই-টেক শিল্প" অর্থ জ্ঞান ও পুঁজি নির্ভর, পরিবেশ এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি), সফটওয়্যার টেকনোলজি, বায়ো-টেকনোলজি, রিনিউএবল এনার্জি, গ্রীন টেকনোলজি, হার্ডওয়্যার, ইনফরমেশন টেকনোলজি এনাবল্ড সার্ভিসেস (আইটিইএস) এবং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আর এন্ড ডি) নির্ভর শিল্প।"।

৩। **২০১০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "অর্জন করিবার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অর্জন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।"।

৪। **২০১০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৭। বোর্ড অব গভর্নরস।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকিবে, যথা :—

(ক) প্রধানমন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, ভূমি, শিক্ষা, পরিবেশ ও বন এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ;

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী;

(ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিবগণ;

(ঙ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(চ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড; এবং

(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) প্রধানমন্ত্রী, প্রয়োজনবোধে, তদ্‌কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী, যিনি বোর্ড অব গভর্নরস এরও সদস্য, তাঁহাকে বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, প্রধানমন্ত্রীর পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তিকে বোর্ডের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা কোন সদস্যকে বোর্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৮। নির্বাহী কমিটি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, যিনি ইহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব;

(ঘ) শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব;

(ঙ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্য নির্বাহী পরিচালক;

(চ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর সভাপতি;

(ছ) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর সভাপতি;

(জ) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সদস্য পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক; যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন; এবং

(ঞ) বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক মনোনীত বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে এইরূপ ২ (দুই) জন ব্যক্তি।

(২) বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সদস্য পদের মেয়াদ হইবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড অব গভর্নরস, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক মনোনীত সদস্যের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এ উল্লিখিত বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।"।

৬। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ-" চিহ্নটির পরিবর্তে ":-" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর দফা (ক) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতিক্রমে" শব্দগুলির পরিবর্তে "জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রাখিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ-" চিহ্নটির পরিবর্তে ":-" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ" বর্ণটির পরিবর্তে ":" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর তৃতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ-" চিহ্নটির পরিবর্তে ":-" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর তৃতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ-" চিহ্নটির পরিবর্তে ":-" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৩ নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **২০১০ সনের ৮নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর দ্বিতীয় লাইনের শেষে উল্লিখিত "ঃ-" চিহ্নটির পরিবর্তে ":" চিহ্নটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd